রেল বার্তা

দুর্গাপুজোয় ১৩০টি পুজো স্পেশাল

স্টাফ রিপোর্টার : পুজোর দিনগুলিতে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ এড়াতে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ১৩০টি পূজা স্পেশাল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১২টি পূজা স্পেশাল চলবে কলকাতা ও হরিদ্বারের মধ্যে। ৬টি পূজা স্পেশাল চালানো হবে শিয়ালদহ ও পুরীর মধ্যে। এর ফলে যাত্রীরা ১৩৭৮৮ অতিরিক্ত বার্থের সুযোগ পাবেন।

পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে, ০৩১৬৯ কলকাতা-হরিদ্বার সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল যাবে ভায়া ডানকুনি হয়ে। ট্রেনটি কলকাতা স্টেশন ছাড়বে ২২.১০টায়। ২৪/০৯, ১/১০, ৮/১০, ১৫/২০, ২২/১০ এবং ২৯/১০ ২০১৭তে ট্রেনটি কলকাতা ছাড়বে। অন্যদিকে ০৩১৭০ হরিদ্বার-কলকাতা সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ভায়া ডানকুনি হরিদ্বার ছাড়বে ৪.০০তে। ২৬/৯, ৩/১০, ১০/১০, ১৭/১০, ২৪/১০ ও ৩১/১০ ২০১৭তে ট্রেনটি হরিদ্বার থেকে রওনা দেবে। এই পূজা স্পেশাল ট্রেনটিতে থাকবে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং এয়ার কন্ডিশন অ্যাকোমোডেশন।

অন্যদিকে, পুরী ও শিয়ালদার মধ্যে ৬টি পূজা স্পেশাল চালানো হবে। ০৩১০১ শিয়ালদহ-পুরী সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়বে ১২.১৫টায় এবং ০৩১০২ পুরী-শিয়ালদহ সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল পুরী ছাড়বে ২৩.৪৫ এ। ট্রেনটি ছাড়বে ১/১০, ৮/১০ এবং ১৫/১০ ২০১৭তে। পুরী স্পেশালে থাকবে স্লিপার ক্লাস এবং এয়ার কন্ডিশনড অ্যাকোমোডেশন।

এছাড়া ১২২টি পূজা স্পেশালের কথা ইতিমধ্যেই রেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন। এইসব পূজা স্পেশালগুলি শিয়ালদহ ও আজমের, শিয়ালদহ ও আনন্দবিহার, হাওড়া ও রক্সৌল, কলকাতা ও ছাপড়া, আসানসোল ও পাটনা, মালদহ টাউন ও হরিদ্বার, কলকাতা ও লখনউ, হাওড়া ও জম্মু-তাওয়াই এবং কলকাতা ও ইন্দোরের মধ্যে যাওয়া আসা করবে। এর ফলে ৮১৪০২ বার্থ এবং ৪৩২০ অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা হবে যাত্রীদের জন্য।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে এসিআরটিওএ ও ইআরটিওএ'র এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে শীর্ষ অফিসাররা।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে সিএলডব্লু'র যৌথ জরুরি ইন্সপেকশন

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জনে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে কোনওরকম জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। এজন্য সিএলডব্লু'র এস্টেট ডিপার্টমেন্ট, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এবং আরটিএফ ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে ইন্সপেকশন অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আমলাদহি বাজারে ৬ সেপ্টেম্বর এই অভিযান চালানো হয়। ওই বাজারের দোকানদার এবং সাধারণ মানুষকে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের তরফে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এই যৌথ অভিযাগে অংশ নেন সিএলডব্লু'র এডিজিএম, এইএন, এসই/কলোনি-২ এবং আরটিএফ কর্মীরা। এই যৌথ অভিযানে লক্ষ্য করা যায়, পুজোর দিনগুলিতে আমলাদহি বাজার ও সংলগ্ন অঞ্চলে দমকলের গাড়ি যাতায়াতের মতো যথেষ্ট পথের অভাব রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য গাড়ি চলাচলের পরিসরও যথেষ্ট কম। জরুরি পরিস্থিতিতে পরিসরের অভাব বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই কারণে আমলাদহি বাজারের দোকানদারদের এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের দখল করা এলাকা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : দেশে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সময়ের মহিলা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন নির্মলা সীতারমন। দেশের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি তাদের পরিবারের জন্য কল্যাণমূলক কাজকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেন, সেনাদের নিশ্চিত করা দরকার, তাদের পরিবার সম্পর্কে সরকার কতটা ভাবনাচিন্তা করছে। শপথ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও ধন্যবাদ জানান নির্মলা। ১৯১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর নির্মলা সীতারমন হন বাণিজ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী। স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করলেও তিনি ছিলেন প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু রবিবার মন্ত্রিসভার রদবদলে সেই পদ থেকেই তিনি সরাসরি উঠে এসেছেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পর্যায়ে। শুধু ক্যাবিনেট মন্ত্রীই নন, নির্মলা দেশের পূর্ণ সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও বটে।

দেশজুড়ে দুর্নীতি রুখতে অতর্কিতে যৌথ অভিযান চালাবে সিবিআই ও সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : দেশজুড়ে দুর্নীতি রুখতে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের ভিজিল্যান্স ইউনিটগুলির সঙ্গে যৌথ অভিযান চালাবে সিবিআই। অতর্কিতে এই অভিযান চালানো হবে বলে দাবি করা হয়েছে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের নয়া ভিজিল্যান্স ম্যানুয়ালে।

বৃহস্পতিবার এই ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রের পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভান্সেস ও পেনশন দফতরের প্রতিমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং বৃহস্পতিবার 'ভিজিল্যান্স ম্যানুয়াল-২০১৭' প্রকাশ করে। এই নিয়ে সাতটি এ ধরনের ডকুমেন্ট প্রকাশ করল ভিজিল্যান্স কমিশন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রের পার্সোনেল দফতরের সচিব অজয় মিত্তাল, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনার কে ভি চৌধুরি এবং সিবিআইয়ের ডিরেক্টর অলোক কুমার ভার্মা। প্রসঙ্গত, ষষ্ঠ ভিজিল্যান্স ম্যানুয়ালটি ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ভিজিল্যান্স কমিশনের ম্যানুয়ালে দাবি করা হয়েছে, যেখানে যেখানে দুর্নীতির র‍্যাকেটের খোঁজ পাওয়া যাবে, সেখানেই এই অভিযান চলবে। তবে তার আগে দেখে নিতে হবে সেই তথ্য সঠিক কি না। দেশজুড়ে দুর্নীতি কাণ্ডে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি বাড়ছে। সেই কারণে সিবিআই ভিজিল্যান্স কমিশনের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সহযোগিতায় অতর্কিতে অভিযান চালাতে পারে। তবে ম্যানুয়ালে দাবি করা হয়েছে, এই অভিযান চালানোর আগে সিবিআই এবং ভিজিল্যান্স ইউনিটগুলিকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসার বা অন্যদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে নিতে হবে। এর ভিত্তিতেই তৈরি হবে মোডাস অপারেন্ডি। বিশেষ করে, দুর্নীতির অভিযোগে যেসব অফিসাররা সাসপেনশনে রয়েছেন অথবা অবসর নিতে চলেছেন তাদের ক্ষেত্রেই সিবিআই তদন্তে অগ্রাধিকার দিতে চায়। ভিজিল্যান্সের শাখা ইউনিটগুলিকেও সেরকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, সিবিআইয়ের সংশ্লিষ্ট জোনের প্রধান অথবা সিবিআইয়ের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল তদন্তের অগ্রগতির উপর কড়া নজর রাখবেন। যাতে তদন্তের প্রক্রিয়া এবং গতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। সাধারণত ৬ মাসের মধ্যেই এ ধরনের অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে সিবিআইকে তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করে ফেলতে হবে।

১৯৮৮ সালের প্রিভেনশন অফ করাপশান অ্যাক্টের ১৯ ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, দুর্নীতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও আদালত কোনও সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে না। ম্যানুয়ালে দাবি করা হয়েছে, সরকারি অফিসারদের মধ্যে যারা সাসপেনশনে রয়েছেন বা যারা অবসর নিতে চলেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তদন্তে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

একই দিনে তিন-তিনটি দুর্ঘটনায় প্রশ্নের মুখে রেলযাত্রা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : মাত্র কয়েকদিন আগেই রেলমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিয়েছেন পীযূষ গোয়েল। গত রবিবার মন্ত্রিসভার রদবদলের পরই পীযূষের হাতে তুলে দেওয়া হয় রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব। তার আগের সপ্তাহে দু'টি বড় রেল দুর্ঘটনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মন্ত্রিত্ব থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন সুরেশ প্রভু। তখন তাঁকে আরও কিছুদিন দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু বৃহস্পতিবার একইদিনে দু'টি যাত্রীবাহী ও একটি মালগাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়ল রেলযাত্রা।

বৃহস্পতিবার সাত-সকালেই লাইনচ্যুত হয় শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। বেলা ১১.৪৫মিনিটে লাইনচ্যুত হয় দিল্লি-রাঁচি রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ও পাওয়ার কোচ। এরপরই খবর পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রে খান্ডালার কাছে একটি মালবাহী গাড়ির দু'টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে কোনও দুর্ঘটনাতেই কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে সকাল ৬.২৫ মিনিটে। রেল মন্ত্রকের মুখপাত্র অনিল সাক্সেনার দাবি, হাওড়া থেকে জব্বলপুরগামী শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসের সাতটি কামরা উত্তর প্রদেশের শোনভদ্রা জেলায় লাইনচ্যুত হয়। সে সময় গাড়িটি ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছিল। ফলে বড় মাপের কোনও দুর্ঘটনা বা কেউ হতাহত হননি। সকলেই নিরাপদ আছেন বলে জানান রেল কর্তৃপক্ষ। উত্তরপ্রদেশে এ নিয়ে এক মাসের মধ্যে তিনটি ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটল। গত ১৯ আগস্ট মুজফ্ফরনগর জেলায় লাইনচ্যুত হয় উৎকল এক্সপ্রেস। ওই দুর্ঘটনায় মারা যান ২২ জন, আহত হন ১৫৬জন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৪৫ মিনিট নাগাদ দিল্লি-রাঁচি রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ও পাওয়ার কোচ লাইনচ্যুত হয়। লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে কেউ হতাহত হননি বলেই জানা গেছে। দিল্লির মিন্টো ব্রিজের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিন আরও একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার খবর মিলেছে হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়েছে উত্তর প্রদেশে। বৃহস্পতিবার সকালেই এই ঘটনা ঘটে। কেন এত ঘন ঘন রেল দুর্ঘটনা, সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন রেলমন্ত্রী। তৃতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের খান্ডালার কাছে। একটি মালবাহী ট্রেনের দু'টি কামরা লাইনচ্যুত হলেও কেউ হতাহত হননি।

ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে এবার চার্জ গঠন

পানাজি, ৭ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত তহেলকার এডিটর-ইন-চিফ তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ট্রায়াল কোর্টে চার্জ গঠন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী ফ্রান্সিস তাবোরা। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে গোয়ায় তহেলকার একটি অনুষ্ঠানে এক হোটেলের লিফটে ওঠার সময় তিনি এক জুনিয়র মহিলা সাংবাদিককে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি করেন। তরুণ তেজপাল প্রথমে এই ঘটনা অস্বীকার করলেও পরে তদন্তে তা প্রমাণিত হয়। এরপরই তেজপালকে গ্রেফতার করা হয়। এখন অবশ্য জামিনে মুক্ত রয়েছেন তিনি।

এদিন সরকারি আইনজীবী তাভোরা আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের কাছে চার্জশিট গঠনের কথাটি জানিয়ে বলেন, তেজপালের বিরুদ্ধে ৩৪১, ৩৪২, ৩৭৬ এবং ৩৫৪ (বি) ধারায় অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশই এইসব অভিযোগ এনেছে। আদালত তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগেই চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। তেজপালের আইনজীবী প্রমোদ দুবে অবশ্য দাবি করেন, ৩৭৬ ধারায় অর্থাৎ ধর্ষণের অভিযোগ কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। এই ধারাটি চার্জশিট থেকে অবশ্যই বাদ দিতে পুলিশকে। কারণ মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে এই ধারায়।

ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না, ন্যায়বিচার চান গৌরী লঙ্কেশের ভাই

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর : তার কোনও ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না। আততায়ীর গুলিতে নিহত গৌরী লঙ্কেশের ভাই ইন্দ্রজিৎ লঙ্কেশ চাইলেন ন্যায়বিচার। তিনি আরও বলেছেন, তার দিদির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক লাভের জন্য যেন রাজনীতির রং লাগিয়ে দেওয়া না হয়। তারা শুধু একটাই জিনিস চান, সেটি ন্যায়বিচার। সদ্য আততায়ীর গুলিতে নিহত সাংবাদিক, সমাজকর্মী গৌরী লঙ্কেশের ভাই ইন্দ্রজিৎ লঙ্কেশ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেছেন। গৌরীর মৃত্যু নিয়ে যে তদন্ত শুরু হয়েছে, সেই তদন্তের ফলে প্রকৃত সত্য বাইরে আসবে বলেও মনে করেন তিনি। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বুধবার বলেছেন, তিনি খোলামনে বিষয়টি দেখছেন। আপাতত সিটের হাতে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবার চাইলে সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবের কথা জেনে ইন্দ্রজিৎ বলেছেন, রাজনৈতিক নেতারা যেন তাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য গৌরী লঙ্কেশের মৃত্যুকে ব্যবহার না করেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি তার দিদির মৃত্যুকে রাজনৈতিক রং না লাগানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

ইন্দ্রজিতের দাবি, গত ১৪ বছর ধরে কোনও বিজ্ঞাপন ছাড়াই গৌরী লঙ্কেশ তাঁর প্রচণ্ড জনপ্রিয় ট্যাবলয়েডটি চালিয়ে গিয়েছেন। নিজের সঞ্চিত যা ছিল, সেই অর্থ খরচ করেই চালিয়েছেন ট্যাবলয়েডটি। গৌরী যে তাঁর বাবার উত্তরাধিকার বহন করছেন, সেজন্য গর্বিত ইন্দ্রজিৎ বলেছেন, তাঁর কোনও ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না। আদর্শগত কারণে কিছু মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে নকশালদের কাছ থেকে সম্প্রতি হুমকি দিয়ে তাঁর কাছে চিঠি এসেছিল বলে দাবি করেছিলেন লঙ্কেশ। প্রসঙ্গত, গৌরী লঙ্কেশ বেশকিছু সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটি টিম তৈরি করেছিলেন। এই টিমটি নকশালদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ শুরু করেছিল। বেশকিছু দম্পতিকে গৌরী নকশালবাদের উগ্রপন্থী কার্যকলাপ থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এই কারণে তাঁকে একাধিক চিঠি দেওয়া হয়। কারণ নকশালরা তাঁর এই কাজ মেনে নিতে পারেনি। মঙ্গলবার তাই একেবারে সন্ধ্যাতে গৌরী লঙ্কেশ যখন তাঁর গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির গেট খুলছেন, সেই সময়ই গুলি করা হয় তাঁকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তখন ঘড়িতে রাত আটটা। গৌরীর বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা গেছে, গৌরী যখন বাড়িতে ঢুকছেন সেই সময় হেলমেট পরিহিত এক ব্যক্তি সরাসরি তাঁর কাছে চলে এসে গুলি চালায়। সাতটি গুলি চালায় আততায়ী। তার মধ্যে চারটি লাগে দেওয়ালে। তিনটি গুলি এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় গৌরীর কপাল ও হার্ট।

বিহারে গুলিবিদ্ধ রাষ্ট্রীয় সাহারার সাংবাদিক

পাটনা, ৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে অলোয়ার জেলায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একটি হিন্দি দৈনিকের সাংবাদিক। পঙ্কজ মিশ্র নামে এই সাংবাদিক রাষ্ট্রীয় সাহারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও বিহারে আরও এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধেয় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের।

ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনে একলা চলার নীতি ঘোষণা বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ'র

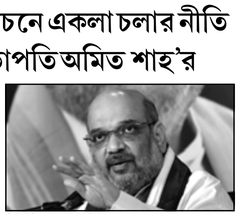

ভুবনেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর : ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একলা চলার নীতি নিল। দলের প্রধান অমিত শাহ বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়েছেন, ওড়িশায় কোনও আঞ্চলিক দলের সঙ্গেই জোট করবে না বিজেপি। প্রসঙ্গত, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ওড়িশায় 'মিশন-১২০'র সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে শাহ এদিন বলেছেন, ওড়িশার পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের তীব্র সমালোচনা করেন শাহ। সম্প্রতি একটি নিউজ ম্যাগাজিন নবীনকে সেরা প্রশাসক হিসাবে পুরস্কার দিয়েছে। এ নিয়েও নবীনের সমালোচনায় সরব হন তিনি। শাহ এদিন ফের শোনান সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সাফল্য। মোদী সরকারের কড়া রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সাফল্য এসেছে বলেও মন্তব্য করেন বিজেপির এই শীর্ষ নেতা। উল্লেখ্য, ওড়িশায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যাতে কুর্সি দখল করতে পারে, সেজন্য চেষ্টার কোনও কসুর করছেন না শাহ। তিনি প্রায়ই আসছেন ওড়িশা সফরে। নবীন পট্টনায়েক সরকারকে নানাভাবে অস্বস্তিতে ফেলতে উদ্যোগীও হয়েছে বিজেপি।

শুক্রবার তিনি ভুবনেশ্বরে জনতা ময়দানে শ্রমিক কর্মীদের একটি সমাবেশেও ভাষণ দেন। এছাড়া যান ভুবনেশ্বরের একাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শনে। শাহ'র সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দফতরের মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি বসন্ত পান্ডা।

কোয়েম্বাটুরে দুর্ঘটনায় মৃত ৯

কোয়েম্বাটুর, ৭ সেপ্টেম্বর : কোয়েম্বাটুর শহরের বাইরে সোমানুরে বৃহস্পতিবার বাসস্ট্যান্ডের ছাদ ভেঙে পড়ায় কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ। তারা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, ধ্বংসস্তূপ সরালে কমপক্ষে আরও ২০টি মৃতদেহ পাওয়া যেতে পারে। দুর্ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালের ব্যস্ত সময়ে বহু মানুষ ওই বাসস্ট্যান্ডে বাসের অপেক্ষায় ছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৯ জনের।

নির্মাণ কর্মীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা গুজরাত সরকারের

আহমেদাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর : মহাখুশি চম্পা বেনের মতো নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা। খুশিতে উচ্ছল হয়ে চম্পা জানিয়েছেন, এখন আর ভোরে উঠে পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করতে হয় না তাদের। সকাল ৬.৩০ মিনিট। আহমেদাবাদে কারিইয়ানাকাসে (কাজ পাওয়ার জায়গা) একে একে কাজের খোঁজে জমা হতে শুরু করেছেন নির্মাণ কর্মীরা। কারণ এখান থেকেই স্থানীয় মানুষ তাঁদের কাজের জন্য ভাড়া করে নিয়ে যান। কেউ কাজ পাচ্ছেন, কেউ হয়তো পাচ্ছেন না। তবে তাদের টিফিন বক্সে উঁকি দিলে দেখা যাবে সেগুলি পুরোপুরি খালি। কেন খালি? তারা এতদিন তো টিফিন আনতেন। এখন কেন খালি টিফিন বক্স আনছেন? পুরোটাই গুজরাত সরকারের সৌজন্যে।

তবে বিরোধীদের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই গুজরাত সরকার শ্রমিক অন্নপূর্ণা যোজনায় নির্মাণ কর্মীদের জন্য সস্তায় খাবার দেওয়ার আউটলেট খুলেছে। তাছাড়া এই কাজে তারা পথপ্রদর্শকও নয়। কারণ ২০১৩ সালে তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা সরকার সব মানুষের জন্য সস্তায় খাবারের ব্যবস্থা করেন। তা এখনও জাঁকিয়ে চলছে এবং বহু সাধারণ মানুষ প্রতিদিন উপকৃত হচ্ছেন। কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারও বেঙ্গালুরুতে খুলেছে ইন্দিরা ক্যান্টিন, যেখান থেকে সস্তায় খাবার পেতে পারেন সাধারণ মানুষ। কাজেই বিজেপি সরকার সস্তার ক্যান্টিন খুলে পথ প্রদর্শক বলে দাবি করতে পারবে না।

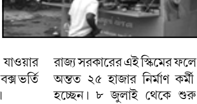

গুজরাত সরকার শ্রমিক অন্নপূর্ণা যোজনায় নির্মাণ কর্মীদের জন্য প্লেটভর্তি খাবারের ব্যবস্থা করেছেন মাত্র ১০ টাকায়। রাজ্য সরকার ভতুর্কি দিচ্ছে ১৯ টাকা। কী আছে প্লেটে? জানা গেছে, রুটি অথবা চাপাটি, মিক্সড ভেজিটেবল, ডাল, ভাত, চাটনি অথবা আচার এবং কাঁচা লঙ্কা। এছাড়া সপ্তাহে একদিন দেওয়া হবে স্থানীয় মিষ্টি সুখাদি। কাজে যাওয়ার সময় নির্মাণ কর্মীরা তাঁদের টিফিট বক্স ভর্তি করে নিচ্ছেন মাত্র ১০ টাকা দিয়ে।

শুধু আহমেদাবাদে এরকম ৪৩টি বণ্টন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের আরও ১১টি শহরে আরও তৈরি হয়েছে ৪৪টি বণ্টন কেন্দ্র। সেইসব শহরগুলি হল গান্ধিনগর, কালোল, ভদোদরা, সুরাত, রাজকোট, ভাবনগর, ভাইসাদ, ধরমপুর, বাপি, ব্রুচ ও আঙ্কলেশ্বর। প্রতিদিন সস্তায় পেটভরা খাবার পেয়ে স্বভাবতই খুশি নির্মাণ কর্মীরা। এই স্কিমের ফলে প্রতিদিন ২৫ হাজারেরও বেশি নির্মাণ কর্মী উপকৃত হচ্ছেন। গুজরাত বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান অনিল প্যাটেল জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের এই স্কিমের ফলে প্রতিদিন অন্তত ২৫ হাজার নির্মাণ কর্মী উপকৃত হচ্ছেন। ৮ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে স্কিমটি। তারপর থেকেই দিন দিন নির্মাণ কর্মীদের ভিড় বাড়ছে। অনিল প্যাটেল দাবি করেছেন, ইতিমধ্যে তারা ১৪ লক্ষ মিল সার্ভ করেছেন। এজন্য কী করতে হবে নির্মাণ কর্মীদের? জানা গেছে, গেরুয়া রং করা ফুড আউটলেটগুলিতে গিয়ে কনস্ট্রাকশন কর্মীদের নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি ফুড আউটলেটে শোভা পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি এবং উপমুখ্যমন্ত্রী নীতীন প্যাটেলের ছবি। আউটলেটে গিয়ে তাদের একটি ফর্ম পূরণ করার পর দেওয়া হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন কার্ড। তবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হাতে সরকার নির্মাণ কর্মীদের হাতে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। প্যাটেলের দাবি, সকাল ৭টা থেকে ১১টার মধ্যে খাবার পাওয়া যায়। প্রতিটি মিলেই রয়েছে ১,৮৫০ ক্যালোরি। মিলগুলির ওজন ৭০০গ্রাম।

চম্পা বেনের মতো নির্মাণ কর্মীদের দাবি, আগে ভোরে উঠে রান্না করতে না পারলে হোটেলে গিয়ে খাবার কিনে খেতে হত। এক একটি মিলের দাম পড়ত কমপক্ষে ৩০ টাকা। এখন তারা ১০ টাকাতেই মিল পাচ্ছেন। আগেই ৩০ টাকায় পেতেন মাত্র চারটে রুটি ও সামান্য সবজি। এখন ১০ টাকাতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে খাবার। চম্পা বেনের পাঁচ জনের পরিবার। তার স্বামীও নির্মাণকর্মী। তিনিও রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হরগোবিন্দের দাবি, রাজ্য সরকারের স্কিমের ফলে প্রতিদিন অন্তত ১০০ টাকা বাঁচাতে পারছেন তিনি। ২০১৩ সালে তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা প্রথম চালু করেন, আম্মা ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিন থেকে মাত্র ৫ টাকায় টিফিন হিসাবে দেওয়া হত পোঙ্গল ও সাম্বর, একটি ইডলির দাম ছিল ১ টাকা। মধ্যাহ্নভোজে ছিল মাত্র ৫ টাকায় লেবু ভাত, চাপাটি, ৩ টাকা দিয়ে দইভাত ও তারকারি, ৫ টাকায় মেলে সম্বর ভাত।

সম্প্রতি আম্মা ক্যান্টিনের অনুকরণে বেঙ্গালুরুতে চালু হয়েছে ইন্দিরা ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেছেন স্বয়ং রাহুল গান্ধি। ইন্দিরা ক্যান্টিনেও পাওয়া যায় ৫ টাকায় প্রাতঃরাশ, ১০ টাকায় দুপুরের খাবার। তবে গুজরাতের ক্যান্টিনের সঙ্গে তাদের তফাৎ হল, গুজরাতে শুধু নির্মাণ কর্মীদের জন্য এই ক্যান্টিন খোলা হয়েছে। কিন্তু বেঙ্গালুরু এবং তামিলনাড়ুতে যে কোনও সাধারণ মানুষ ক্যান্টিনে ঢুকে টিকিট কেটে প্রাতরাশ বা মধ্যাহ্নভোজ করতে পারেন খুব সস্তা দামে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক অন্নপূর্ণা যোজনায় গুজরাত নির্মাণ কর্মীদের জন্য যে সস্ত দরে খাবার পেতে আউটলেট খুলল, এবার অন্য বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে তা দেখা যেতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি

জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উপভোক্তাদের জানানো হচ্ছে নিম্নলিখিত চ্যানেলগুলির সিগন্যাল **জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (জিল)** কর্তৃক পরিবেশিত হয়:
জি টিভি, জি ইটিসি, অ্যান টিভি, জি কাফে, জি মারাঠি, জি বাংলা, জি সালাম, জি কান্নাড়া, জি তেলুগু, সার্থক টিভি, জি কলিঙ্গ, লিভিং ফুডজ্, জি সিনেমা, জি স্টুডিও, জি টকিজ, জি ক্লাসিক, জি অ্যাকশন, জি বাংলা সিনেমা অ্যান্ড পিকচার্স, জিং, জি পাঞ্জাব হরিয়ানা হিমাচল, জি বিজনেস, ২৪ ঘণ্টা, জি ২৪ তাস, জি মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড়, জি রাজস্থান নিউজ, ডব্লুআইওএন, জি যুব, জি সিনেমালু, জি আনমোল, জি তামিল, জি হিন্দুস্থান, জি বিহার, ঝাড়খণ্ড, জি-২৪ কালাক, জি নিউজ, জি আনমোল সিনেমা এবং জি টিভি এইচডি, জি সিনেমা এইচডি, জি স্টুডিও এইচডি, অ্যান পিকচার্স এইচডি অ্যান্ড টিভি এইচডি, জি কাফে এইচডি (এখানে ''জি গ্রুপ চ্যানেলস'' হিসাবে উল্লেখিত হবে) এবং আরও টার্নার ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের চ্যানেলসমূহ যেমন কার্টুন নেটওয়ার্ক, পোগো, সিএনএন ইন্টারন্যাশনাল, এইচবিও এবং ডব্লুবি। (এখানে ''টার্নার চ্যানেলস'' হিসাবে উল্লেখিত হবে)
আজ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে **১. বকেয়া লাইসেন্স ফি প্রদান না করার কারণে ২. চুক্তি স্বাক্ষর না করার জন্য ৩. নিরীক্ষিত রিপোর্ট পেশ না করার কারণে** নিম্নলিখিত নেটওয়ার্কের জি গ্রুপ চ্যানেলস, স্পোর্টস চ্যানেলস এবং টার্নার চ্যানেলসের সম্প্রসারণ বিচ্ছিন্ন করা হবে:

কেবল অপারেটর (দের) নাম	ঠিকানা	যে সমস্ত চ্যানেলের সম্প্রসারণ বিচ্ছিন্ন করা হবে
গ্রান্ট ইনভেস্টেড লিমিটেড	জিআইএল, সি-৩৪, পঞ্চম তল, সেক্টর-৬২, নয়ডা, গৌতম বুদ্ধ নগর, উত্তর প্রদেশ-২০১৩০১	জি গ্রুপ চ্যানেলস এবং টার্নার চ্যানেলস

প্রচারে:

জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
এসেল হাউস, বি-১০, লরেন্স রোড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, দিল্লি-১১০০৩৫